The Daily Star | Special Supplement | May 1, 1997

পহেলা মে '৯৭ মহান মে দিবস

শ্রম পরিদপ্তর
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

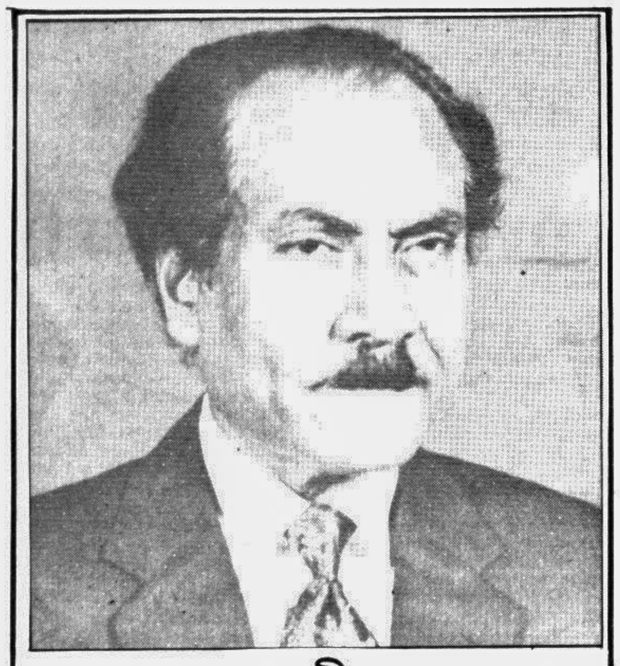

বাণী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত মহান মে দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে দেশের শ্রমিক সমাজকে সচেতন করার ক্ষেত্রে দিবসটি পালনের তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শ্রমিক ও মালিকের যৌথ প্রচেষ্টা এবং নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা। সৌহার্দপূর্ণ শ্রমিক মালিক সম্পর্ক পণ্যের উৎপাদন ও মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সরকার শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়ন ও দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ উদ্যোগকে সফল করতে হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন সফল হোক-- মহান মে দিবসে এ আমার ঐকান্তিক কামনা।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

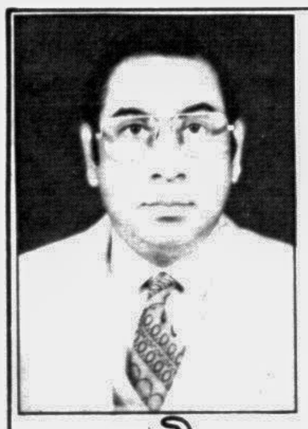

বাণী

মে দিবস একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বমন্ডিত দিন। এ দিনটি শ্রমজীবী মানুষের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের উন্নত জীবনের লক্ষ্যে তাদের সাথে সহমর্মিতা ঘোষণা করে এ দিনে নতুন করে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই।

শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার সংহত করার ও স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য বছরের মত এবারেও মে দিবস উদযাপন করছে। সরকার বিশ্বাস করে, শ্রমিক সমাজের সমৃদ্ধ জীবন ও পারিবারিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কল-কারখানায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মে দিবস এক প্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

আমি আশা করি, মে দিবস উদযাপন কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। মহান মে দিবস পালনের মাধ্যমে সরকার, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ, সহানুভূতি ও সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাবে, কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি হবে ও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে- এটাই আমাদের সকলের কামনা।

শ্রম পরিদপ্তর মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি তাদের কর্ম প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি।

মুহম্মদ আহ্‌সান আলী সরকার
ভারপ্রাপ্ত সচিব
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

মে দিবসের চেতনায়
ঐক্যবদ্ধ হয়ে
সুখী, সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর,
বাংলাদেশ
গড়ে তুলুন।

মে দিবস ঃ আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও বাংলাদেশ

এম এ এস তালুকদার
শ্রম পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউরোপের শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষ কলেকারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়। এক শ্রেণীর সামন্ত প্রভুরা কলকারখানার মালিক হয়ে উঠে। অতি মুনাফা লাভ ও বাজার দখল নিয়ে শিল্প মালিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ফলে জন্ম নেয় শ্রমিক শোষণের এক প্রক্রিয়া। এই শোষণের যাতাকল আঠার ও উনিশ শতকে নির্মমভাবে চলতে থাকে। কলকারখানায় দৈনিক কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা ছিল না। কাজের পরিবেশ ছিল না। মালিকের ইচ্ছামত সব কিছু হতো। সুষ্ঠ শিল্প সম্পর্ক বলতে যা বুঝায়, তা সেদিন ছিল না। এমনি এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে কেবলমাত্র বাঁচার তাগিদে মানুষ শিল্প কারখানায় কাজ করে আসছিল।

এই শোষণের প্রক্রিয়া আমেরিকাতেও দেখা দেয়। কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরে "দৈনিক আট ঘন্টা কাজ"-এই দাবী উঠতে থাকে। নির্যাতিত শ্রমিকদের এই দাবীর মুখে আমেরিকার সরকার ১৮৬৮ সালে দৈনিক আট ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ করে একটি আইন পাশ করে এবং ছয়টি অংগ রাজ্যেও অনুরূপ আইন পাশ হয়। কিন্তু সেই আইনের কোন বাস্তব প্রয়োগ ছিল না। পরে আমেরিকান ফেডারেশন-অব-লেবার-এর পূর্বসুরী ১৮৮৪ সালে এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১৮৮৬ সালের ১লা মে তারিখ থেকে দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দিন আইনতঃ গণ্য হবে এবং তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শুরু হয় আমেরিকার শ্রমিকদের ব্যাপক তৎপরতা। গড়ে উঠে আট ঘন্টা শ্রম সমিতি। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী চেতনায় সাড়া জাগে। ১লা মে সর্বত্র শ্রমিক ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকদের বিপুল সমাবেশ ও বিক্ষোভ শিল্প মালিকদের চিন্তিত করে তোলে। এই আন্দোলন বানচালের ষড়যন্ত্র করতে থাকে মালিক পক্ষ।

১৮৮৬ সালে ৩রা মে বিনা উস্কানীতে ম্যাক কর্ণিক ফসল কাটার কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর চলে পুলিশের আকস্মিক গুলি। মৃত্যুবরণ করে ছয়জন সংগ্রামী শ্রমিক এবং আহত হয় অনেকে। পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে শিকাগোর হে মার্কেটে ৪ঠা মে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল শ্রমিক সমাবেশ। এবার পুলিশের আক্রমণের পাল্টা জবাব আসে শ্রমিকদের থেকে। সমাবেশে আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণে ৪ জন শ্রমিক ও ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। এই আন্দোলনের চার নেতাকে বিচারের প্রহসন করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয় এবং অনেককে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত হয় যে, শ্রমজীবী মানুষ ১লা মে আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালন করবে। তাই ১৮৯০ সাল থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার পরে বিশ্বের সর্বত্র শ্রমজীবী মানুষ মিছিল, সভা ও বিক্ষোভের মাধ্যমে এই দিনটি পালন করে আসছে।

১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রণীত ম্যানিফেস্টোর প্রথম বাক্যটিতে বলা হয়েছিলঃ মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকের রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সে ইতিহাসের এক অধ্যায় রচনা করেছিল। দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণী মহান মে দিবসকে মুক্তির দিশারী হিসেবে গর্বের সাথে, প্রত্যয়ের সাথে পালন করে আসছে।

গত একশ এগার বছরে শ্রমিকদের সংগ্রাম অগ্রসর হয়েছে। তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, দরকষাকষির সংগ্রামে ধর্মঘট করার অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার আজ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের পথ ধরেই বিশ্বের কয়েকটি দেশে নুতন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি ও সংগঠনের স্তর ভেদ আছে। কোন কোন দেশে শ্রমিক শ্রেণী চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে সমাজ ব্যবস্থায় এনেছে রূপান্তর। আবার কোন কোন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলন তাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা এবং অধিকারকে সংহত করেছে বহুদূর পর্যন্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে সকলেই অনুভব করছিলো যে, একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে তার সামাজিক অবস্থা ও ন্যায় বিচারের ধ্যান ধারণার অবশ্যই উন্নতি করতে হবে। এ অনুভূতি থেকেই শেষটায় ১৯১৯ সালের ১১ই এপ্রিল জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মে দিবসের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হলোঃ স্বাধীনতা, সম্মান, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও সমান সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণের বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের জাগতিক ও আত্মিক উন্নতি সাধন করার সার্বিক প্রচেষ্টা। আর এ মূল উদ্দেশ্যের পেছনে ছিল গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নীতিমালা, যথাঃ (ক) শ্রম পণ্য নয়, (খ) বাক-স্বাধীনতা ও সংগঠন করার অধিকার অব্যাহত উন্নতির পূর্ব শর্ত, ও (গ) দারিদ্র্য সব সময়ে সাফল্যের অন্তরায়।

বাংলাদেশ ও আইএলও

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের ২২শে জুন বাংলাদেশ আইএলও'র সদস্য পদ লাভ করে। কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ এটাই বাংলাদেশের প্রথম। দক্ষিণ এশিয়া তথা এই অঞ্চলের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পক্ষ হতে বাংলাদেশ ১৯৭৮, ১৯৮১ ও ১৯৯০ সালে গভর্নিং বডির পূর্ণ সদস্য পদ অলংকৃত করেছে। ১৯৯৬ সালে ও বাংলাদেশ গভর্নিং বডির পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য, সংগঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

❐ "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

❐ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ-সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দান করা।

❐ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন-শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়ঃ

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার;

❐ (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

❐ (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টি ধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

❐ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

❐ জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"

বরাবরই অবিভক্ত ভারত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান তাই স্বাভাবিকভাবেই আই এল ও'র অনুসমর্থিত কনভেনশন ও স্বীকৃত সুপারিশসমূহের দায়-দায়িত্ব গ্রহন করে এর সদস্য পদ লাভ করে।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ তখন পর্যন্ত অনুসমর্থিত ২৯টি কনভেনশনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিক শ্রমমান বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৭৬ (নং ১৪৪) ও সেবিকা কর্মীদের সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৭৭ (নং ১৪৯) অনুসমর্থন করা হয়। উল্লিখিত ৩১টি কনভেনশনের মধ্যে ৬টি মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত, ১টি কর্মসংস্থান সংক্রান্ত, ২টি শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত, ৭টি কাজের পারিপার্শিকতা সংক্রান্ত, ৩টি মহিলাদের চাকুরী সংক্রান্ত, ১টি শিশু ও তরুণদের চাকুরী সংক্রান্ত, ১টি অভিবাসন শ্রমিক সংক্রান্ত, ১টি জাতীয় ও উপজাতীয় অধিবাসী সংক্রান্ত, ৩টি সামাজিক নিরাপত্তা ও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ৬টি কনভেনশন রয়েছে।

মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে এদেশের শ্রমজীবী মানুষের এক বিরাট ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে। কলে-কারখানায়, প্রতিষ্ঠানে, ক্ষেত-খামারে সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা ছাড়া আমরা পরনির্ভরশীলতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবো না। উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি এবং তার সুষম বন্টনের মাধ্যমেই আমরা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারবো।

তাই মে দিবসের চেতনা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক অবিচার, বৈষম্য ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত সত্যিকারের জনকল্যাণমূলক একটি সুখী, সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে-এ আশা আমরা করতে পারি।

বাণী

শ্রমের উপযুক্ত মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে দৈনিক আট ঘন্টা শ্রমের দাবীতে শ্রমিকদের আত্মত্যাগের স্মরণে বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ঐতিহাসিক এ দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের সকল উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থের যাতাকলে পড়ে শ্রমজীবী মানুষ চিরকাল শোষিত হয়েছে। তারা কেবলই উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। তাই, উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে তাদের সম্পৃক্ত করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস, শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের আপামর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন দ্রুততর হবে। এ জন্য প্রয়োজন শিল্প ক্ষেত্রে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নয়ন, তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধি।

ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্ট শ্রমমান বজায় রাখতে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। শ্রমজীবীদের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে উন্নয়ন-কর্মকাণ্ডকে আমরা দ্রুত এগিয়ে নিতে চাই। আমার বিশ্বাস, মে দিবসের শিক্ষা উপলব্ধি করার মাধ্যমে দেশের শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধভাবে কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

জাতির কল্যাণে অটুট থাকুক শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য। মহান আল্লাহ আমাদের সকল কর্মে সহায় হোন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

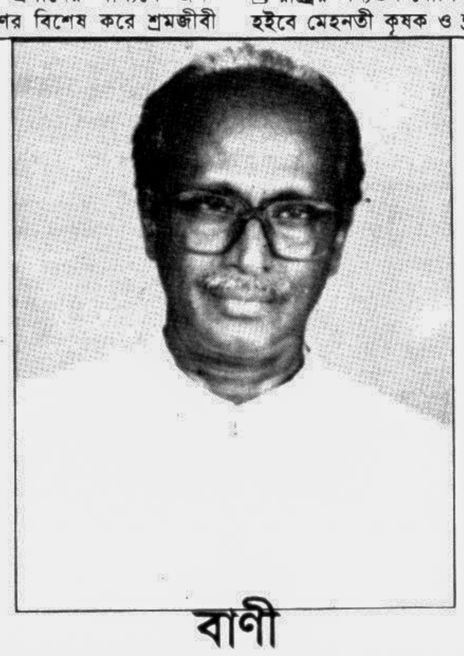

বাণী

মহান মে দিবস। শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায়সংগত অধিকার অর্জনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথাই আজকের দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয়। মে দিবসকে আমাদের আত্ম-সচেতনতার দিনও বলা চলে। এছাড়া, এ দিনটি বিশ্বের শ্রমিকদের পারস্পরিক একাত্মতা ঘোষণায় এবং একটি সমৃদ্ধ ও সুখী জীবনের লক্ষ্যে দৃঢ়তর শপথ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

মে দিবসের মূল বাণী ও প্রেরণাকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করে গণতান্ত্রিক অধিকার সুসংহত ও শ্রমিক সম্প্রদায়কে একটি সুখী ও উন্নত জীবন দান করাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য।

প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয়, শোষণ ও সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে মে দিবসের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য। আমরা জানি, অতীতের সংগ্রামী ঐতিহ্য, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের সংহতির পথকে আলোকজ্জ্বল করে, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়। তাইতো আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে মে দিবস আজ ইতিহাস।

মে দিবসের চেতনাকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবে রূপায়িত করে দেশের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠ ও কল্যাণমুখী করতে পারলেই দৃঢ়তর হবে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সোপান। এগিয়ে যাব আমরা অনাগত ভবিষ্যতের এক সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজের দ্বারপ্রান্তে। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের এক বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও আত্মপ্রত্যয়ের। আসুন, আজকের দিনে আমরা সে শপথই গ্রহণ করি।

মহান মে দিবস উপলক্ষে শ্রম পরিদপ্তর বিশেষ ক্রোড়পত্র ও একটি স্মরণিকা বের করছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

এম, এ, মান্নান
প্রতি মন্ত্রী
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Courtesy:

The ACME Laboratories Ltd.
DHAKA-BANGLADESH